রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ১৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১১, ২০১৯

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৫—২০০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪৭—৩৮৪
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৯—১১৪
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২০৭—২২২৯
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারিকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারিকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৫
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিধি ও আদেশাবলিসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ঢাকা বিআরটি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৫ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০৪৫.০৫.০০১.১৫-২৭—Dhaka Bus Rapid Transit Company Limited (Dhaka BRT) এর Articles of Association (AoA) এবং Memorandum of Association (MoA) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হল :

ক্রম	কর্মকর্তা	পদবি
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মুরাদ রেজা, অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ	পরিচালক
৩.	জনাব ইবনে আলম হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	পরিচালক

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ক্রম	কর্মকর্তা	পদবি
৪.	খন্দকার রাকিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ	পরিচালক
৫.	জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৬.	ড. মোহাম্মদ গোলাম ফারুক, যুগ্ম সচিব ও পরিচালক (পিএ্যান্ডডি) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	পরিচালক
৭.	প্রফেসর ডঃ নিলুফার, ডীন, আর্কিটেকচার ও প্ল্যানিং অনুষদ, বুয়েট	পরিচালক
৮.	জনাব কে. এম. রাহাতুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	পরিচালক
৯.	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, সহ-সভাপতি, এফবিসিসিআই	পরিচালক
১০.	জনাব এ এফ নেছার উদ্দিন, এফসিএ, সভাপতি, আইসিএবি	পরিচালক
১১.	জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি	পরিচালক
১২.	জনাব মোঃ সানাউল হক, প্রকল্প পরিচালক, জিডিএসইউটিপি (বিআরটি, এয়ারপোর্ট-গাজীপুর), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অপূর্ব কুমার মন্ডল
উপসচিব।

তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫/২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০১.১২-৪৯—যেহেতু জনাব মোঃ সানাউল হক (পরিচিতি নম্বর ০০১০২৮), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে মেঘনা ও গোমতী সেতুর টোল আদায় সংক্রান্ত দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আয় করার এবং ভবিষ্যতে দুর্নীতি করবেন না মর্মে শপথপূর্বক স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ০২-১২-২০০৮ তারিখের ২২/১৬ সংখ্যক চালানের মাধ্যমে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন;

এবং

যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমনকারী কর্মকর্তাদের নথিপত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর তাদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হলে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে স্বপ্রণোদিত হয়ে যারা দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন ও উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে বলে আইন ও বিচার বিভাগ মতামত প্রদান করে। একইভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১২-০৪-২০০৯ তারিখের সম(বিধি-৪)-শৃংঃআঃ৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে মার্জনাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতোপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিষ্পত্তি করায় কোন বাধা নেই;

এবং

যেহেতু তদ্‌প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ সানাউল হক-এর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত অপরাধ হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৪/২০১২ রুজু করা হয়;

এবং

যেহেতু বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় জনাব মোঃ সানাউল হক বিভাগীয় মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নম্বর ৮১০/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদ্‌প্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩(তিন) মাসের জন্য Stay ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার রিট পিটিশন নম্বর ৮১০/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শুনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট পিটিশনের সাথে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর-৮১০/২০১২-তে প্রদত্ত Rule গত ৩০-০১-২০১৪ তারিখ খারিজ করে এবং প্রদত্ত Stay Vacate করে দেন অর্থাৎ সরকারের পক্ষে আদেশ হয়;

এবং

যেহেতু এ অবস্থায় জনাব মোঃ সানাউল হক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে Civil Miscellaneous Petition No. ৪৭/২০১৪ দায়ের করেন। এ প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ৮ (আট) সপ্তাহের Stay প্রদান করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ সানাউল হক এর পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট গত ২১-১০-২০১৪ তারিখ পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন :

"The Civil Miscellaneous Petition is dismissed as being withdrawn at the risk of the petitioner;"

এবং

যেহেতু এ পরিস্থিতিতে জনাব মোঃ সানাউল হক-এর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৪/২০১২ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে তিনি তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব ২৪-১১-২০১৪ তারিখে দাখিল করেন। তার অভিপ্রায় অনুযায়ী গত ৩১-১২-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করে গুরুদণ্ড প্রদানের অনুকূলে পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় গত ১২-০১-২০১৫ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১৭-০২-২০১৫ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এবং

যেহেতু তদ্‌প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ সানাউল হক-কে চাকরি হতে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গত ১৬-০৩-২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিসের জবাব দাখিল করেন। নোটিসের জবাব পর্যালোচনায় এবং সার্বিক বিবেচনায় তাকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (compulsory retirement) গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জনাব মোঃ সানাউল হক-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) এর গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কমিশন বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

এবং

যেহেতু জনাব মোঃ সানাউল হক (পরিচিতি নম্বর ০০১০২৮), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতার" অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসরদান" (Compulsory retirement) গুরুদণ্ড আরোপে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে সার-সংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় উৎসে ফেরত প্রদান করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৪/২০১২ নম্বর বিভাগীয় মামলাটি গত ০৩-০১-২০১৭ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১১.১২-০২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়;

এবং

যেহেতু জনাব মোঃ সানাউল হক, বর্তমান প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চলতি দায়িত্ব) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল) পদে পূর্বে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ কর্মকর্তার সমপরিমাণ বেতন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদানের লক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনাব মোঃ সানাউল হকের শাস্তি প্রদানের বা ক্ষমা প্রদানের এখতিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতির হলেও বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিষ্পত্তি না হওয়ায় তাকে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

এবং

যেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপর্যুক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ সানাউল হকের বিষয়ে সংঘটিত বিধিগত এ বিচ্যুতি দূরীকরণের নিমিত্ত তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৪/২০১২ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি'র অভিযোগ হতে অব্যাহতির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন এবং অব্যাহতি পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে অর্থাৎ ০৩-০১-২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর মর্মে গণ্য করার জন্য সার-সংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদন করা হয়;

এবং

সেহেতু এক্ষণে, নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত ০৪/২০১২ নম্বর বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট গত ০৩-০১-২০১৭ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১১.১২-০২ নম্বর প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে জনাব মোঃ সানাউল হক (পরিচিতি নম্বর ০০১০২৮), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৪/২০১২ নম্বর বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল। এরূপ অব্যাহতি পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ অর্থাৎ ০৩-০১-২০১৭ খ্রিঃ হতে কার্যকর মর্মে গণ্য হবে।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২২ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৬ মার্চ ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০০৯.১৭(অংশ-১)-৭৬—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
০১	শ্রীপুর	২৬	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ২৬৭৯/১০ নং রীট মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ায়।
০২	চাষাপাড়া	২৮৭	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৭৮৮০/১০ নং রীট মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ায়।
০৩	বরুড়া	১২৬	বরুড়া	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১২২৯৬/১২ ও ১২৬৮১/১২ নং রীট দায়ের থাকায় ৭৯৭ ও ১১৯৮ নং খতিয়ান ব্যতিত।

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০১২.১৯-৭৯—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
০১	রাধানগর	৩০	বাঞ্ছারামপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	
০২	বাঞ্ছারামপুর	৩৪	বাঞ্ছারামপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	
০৩	জগন্নাথপুর	৩৫	বাঞ্ছারামপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	
০৪	মেষতলা	১৭৪	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	০২ মৌজায় ০১টি সিট
০৫	শুভপুর	১৭৭	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
০৬	বর্দেরখিল	২০৪	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
০৭	বইলপুর	২১৪	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
০৮	পাড়াগ্রাম	২৩৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
০৯	খাটরা	২৭৬	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
১০	ভঙ্গেরগাঁও	৩৪	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১১	কড়ৈতলী	৩৫	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১২	ফরিদগঞ্জ	১৩৬	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১৩	বড়ালী	১৪২	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১৪	বিশুরবন্দ	১৫১	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০০৯.১৭(অংশ-১).৬০—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
০১	পশ্চিমগাঁও	২১০	লাকসাম	কুমিল্লা	
০২	মুদাফরগঞ্জ	২২০	লাকসাম	কুমিল্লা	

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
০৩	বরল্লা	৩৪২	লাকসাম	কুমিল্লা	
০৪	কেওটগাঁও	১১৮	মুরাদনগর	কুমিল্লা	
০৫	কাজিয়াতল	১৩৭	মুরাদনগর	কুমিল্লা	
০৬	চান্দশ্রী	৪৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
০৭	জামপুর	৫৫	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
০৮	জামমুড়া	৫৬	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
০৯	ঘিলাতলী	১৩৪	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
১০	রামরায়গ্রাম	২০৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
১১	ছাতিয়ানী	২১৭	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
১২	বিষ্ণুপুর	৩০৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
১৩	কুঞ্জশ্রীপুর	৩৬৯	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
১৪	বাগজলা	৩৭১	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
১৫	সদানন্দ নগর	৩৭৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
১৬	শিলরী	৩৮৯	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০১৩.১৫.৬১—১৮৭৫ সনের জরিপ আইন (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারার এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ১নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিয়ারা জরিপ আরম্ভ করিবার সরকারি প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল।

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলা	জেলা
১.	ঘোড়াপাখিয়া	১৩২	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২.	উজিরপুর	১৩৬	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩.	কালিগঞ্জ	৮৮	উল্লাপাড়া	সিরাজগঞ্জ
৪.	রামকান্তপুর	৯০	উল্লাপাড়া	সিরাজগঞ্জ
৫.	বেতবারী	৯১	উল্লাপাড়া	সিরাজগঞ্জ
৬.	চর ভেদুরিয়া (অং)	৫৬	ভোলা সদর	ভোলা
৭.	কলাতলী	০১	মনপুরা	ভোলা
৮.	মাঝগ্রাম	০২	মনপুরা	ভোলা
৯.	আন্দিরপাড়া	০৩	মনপুরা	ভোলা
১০.	চর ফকিরা	৫৭	চরফ্যাশন	ভোলা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত পত্র]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সরকারি মাধ্যমিক-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০২.১৭(অংশ-২)-১৫৭—১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ/০৫ ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	রেবতী রমন দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
২.	রায়পুর মার্চেন্টস্ একাডেমী, রায়পুর, লক্ষীপুর
৩.	জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
৪.	রাণীগঞ্জ ২য় দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

২। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৭-৮২—যেহেতু, ডাঃ তামান্না ফেরদৌস (১৩১৩৬৫), ওএসডি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা গত ১৩-০৬-২০১৫ তারিখ হতে ০৭-০৭-২০১৫ পর্যন্ত বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি গ্রহণপূর্বক দেশ ত্যাগ করেন এবং এর ধারাবাহিকতায় আরো ০১ বছর বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি গ্রহণ করে গত ০৭-০৭-২০১৬ তারিখে ছুটি শেষ হলেও কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০. ১০৩.২০১৮-২৬৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৭-০২-২০১৯ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ তামান্না ফেরদৌস (১৩১৩৬৫), ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ তামান্না ফেরদৌস (১৩১৩৬৫), ওএসডি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ২টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ২ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার ০৭-০৭-২০১৬ থেকে ১৪-০১-২০১৯ মোট ২ বছর ৬ মাস ৭ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১০.২০১৯-৮৩—যেহেতু, জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, সহকারী রসায়নবিদ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরাধীন সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (প্রেষণে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, মহাখালী, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৩০, তারিখ : ১২-১১-২০১৮ খ্রিঃ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধনী/০৩ এর ৯(৪)(খ) মোতাবেক মামলা দায়ের করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্তকে মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৩০, তারিখ : ১২-১১-২০১৮ খ্রিঃ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধনী/০৩ এর ৯(৪)(খ) মোতাবেক গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। তিনি গত ০২-১২-২০১৮ তারিখে জামিনপ্রাপ্ত হয়েছেন;

যেহেতু, বি.এস.আর.পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে অথবা দেনার দায়ে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ/জেলহাজতে প্রেরণের তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, সহকারি রসায়নবিদ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরাধীন সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (প্রেষণে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, মহাখালী, ঢাকা)-কে বি.এস.আর.পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ১২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হল;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

শেখ রফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।